

# করোনাময় রমাদ্বান



এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে বরকতময় রমাদ্বান মাস শুরু হতে যাচ্ছে। এবার সম্পূর্ণ নতুন প্রেক্ষাপটে রমাদ্বান মাস আসছে এবং অতিবাহিত হবে। বর্তমানে বলা যায় হরতাল-অবরোধ চলছে। হরতাল-অবরোধের সাথে বাংলাদেশের মানুষ খুব বেশী পরিচিত। অন্যান্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে এটি একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মসূচী যা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়েছিল। বেশকিছু ক্ষেত্রে এর ধারাবাহিকতার কাংখিত সাময়িক পরিবর্তন এসেছিল। সেইসব হরতাল-অবরোধ মানুষ করেছিল মানুষের বিরুদ্ধে। এবারের হরতাল-অবরোধ মানুষ নিজের বিপরীতে স্বেচ্ছায় করতে বাধ্য হচ্ছে বলে মনে করছে। কিন্তু এটি আরোপিত হয়েছে আল্লাহ-র তরফ থেকে। আল্লাহ-র আহ্বান, মানুষকে পরিবর্তিত হতে হবে। অন্যথায় এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। বিষয়টি কতটুকু যেতে পারে তা ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে। মুসলিম-অমুসলিম সবাই সবধরনের সীমা লংঘন করে পৃথিবীকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছে। সবকিছু সৃষ্টিকর্তা, প্রভু, প্রতিপালক বিষয়টি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবহিত। তাঁর পক্ষ থেকে এটি সতর্ক বার্তা। সংশোধিত না হলে আরো বড় আঘাব অপেক্ষা করছে। এইরকম একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুসলিমগণ এবারের রমাদ্বান শুরু করতে যাচ্ছে।

১) রমাদ্বান শুরু আগে সবাই ইতেকাফে:

আমরা ঘরে আবদ্ধ, রিযিকের তালাশে বাইরে যেতে পারছি না। বাইরের সবধরনের কার্যক্রম বন্ধ। রমাদ্বানের শেষ দশকে এই রকম একটি পরিস্থিতিতে স্বেচ্ছায় আমাদের যাবার কথা। আমাদের মধ্যে বেশীরভাগ মানুষ তা করি না। রমাদ্বানের পূর্বেই আমরা বাধ্য হয়ে এই অবস্থানে অবস্থান করছি। আমাদের আল্লাহ বাধ্য করেছেন।

২) অর্থনৈতিক মন্দা এবং সামাজিক অস্থিরতার সম্ভাবনা নিয়ে রমাদ্বান শুরু হতে যাচ্ছে এবং রমাদ্বানে সেই অবস্থা বিরাজমান থাকার সম্ভাবনা বেশী। অথচ রমাদ্বানকে ঘিরে আমাদের অনেকের সারা বছরের ব্যবসার পরিকল্পনা থাকে। যা এবার সম্পূর্ণ ভেঙে গেল। ফলে,

ক) রমাদ্বানের ইফতারী সেহরীর জন্য বিশেষ বাজারের বিষয়টি মুখ্য হচ্ছে না।

খ) এই রমাদ্বানে ঈদের শপিং থাকছে না।

গ) জম-জমাট ইফতার বাজার এবং ইফতার পাটি থাকছে না।

ঘ) ঈদ উপলক্ষে ঘটা করে বাড়ী যাবার আয়োজন থাকছে না।

ঙ) বোনাস তো দূরের কথা মাসিক বেতনটা পাওয়া যাবে কিনা তা অনিশ্চিত।

চ) বৈধ এবং অবৈধ সব ব্যবসায় খস নেমে যাচ্ছে।

৩) মসজিদে সমাগম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারাবীহর সলাহ হবে কী না সেটা নিয়ে সংশয় শুরু হয়ে গেছে। বাস্তবিকভাবে তারাবীহ সলাতে লোক সমাগম নিরাপদ হবে না বিধায় সেটাতে মানুষ সমাগম ঘটবে না।

**এক কথার বলা যায় ইসলাম ধর্মের প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতাগুলো এবার হবে না।**

**এখন দেখা যাক, এগুলো ছাড়া রমাদ্বানে মূল চেতনায় কোনো সমস্যা হবে কি না।**

১) ঈদকে ঘিরে প্রচলিত যে বানিজ্য প্রথা চালু আছে সেটা রমাদ্বানের চেতনার সাথে মোটেই যায় না। ফলে এগুলো বন্ধ হলে একটি কু-প্রথার ধারা রহিত হবে বলে ধরে নেয়া যায়। রমাদ্বানের চেতনায় ঘাটত হবে না, বরং অনাকাংখিত ট্রেডিশনটির অবসান ঘটবে।

২) রমাদ্বানে মুসলিমদের খাদ্য গ্রহণ কমার কথা এবং পাশাপাশি দান বেড়ে যাওয়ার কথা। ফলে বাজারে জিনিষপত্রের দাম কমে যাবার কথা। কিন্তু কু-প্রথার দরুণ দাম না কমে বেড়ে যেত। সেই পরিস্থিতির উন্নতি হবে ইন-শায়া-আল্লাহ।

৩) ঈদকে ঘিরে পোষাক-আশাকের যে আয়োজন চলে তা রমাদ্বানের চেতনাকে লুপ্তিত করে। রমাদ্বানের শেষ দশকে মানুষ এই আয়োজনের জন্য বাজারে দৌঁড়ায়, অথচ তার মসজিদে ইতেকাফে থাকার কথা।

৪) ঈদ উপলক্ষে মানুষ রমাদ্বানের শেষ দশকে গ্রামের বাড়ীর দিকে ছোঁটে অথচ রমাদ্বানের শেষ দশক সবচেয়ে মূল্যবান সময় যখন মানুষের নিজ বাড়ী বা মসজিদে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ স্মরণে থাকার কথা।

৫) রাসূল (সাঃ) রমাদ্বানে নিয়মিত রাতের সলাহ (যা বর্তমানে তারাবীহ সলাহ নামে পরিচিত) জামাত সহকারে পড়েনি। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি ৩ থেকে ৫ দিন মসজিদে জামাতে ঐ সলাহ পড়েছিলেন। তবে শেষ দশকে ইতেকাফ চলাকালিন তিনি তা

জামাত সহকারে পড়েছেন কিনা তার সহীহ বর্ণনা জানা যায়নি। ফলে, এই রমাদ্বানে জামাত সহকারে তারাবীহ্ সলাহ্ মসজিদে না পড়তে পারলে রমাদ্বানের ইবাদতের কমতি হবে না ইন-শায়া-আল্লাহ্। তবে বাড়ীতে অবশ্যই তা পড়তে হবে একনিষ্ঠভাবে।

মানুষ তার অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে সব সময় শংকিত অথচ আল্লাহ্ প্রত্যেকটি মানুষের রিযিকের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। এই রমাদ্বানে বেশীরভাগ মানুষ আর্থিক সংকট অনুভব করবে। ফলে আশা করা যায় বেশীরভাগ মানুষ আল্লাহ্-মুখী হবে। কার্যকরভাবে আল্লাহ্ সচেতনতা অর্থাৎ তাকওয়া বাড়ানোই হলো এই সংকট থেকে টেকসই উত্তোরণের প্রধান রাস্তা। সিয়ামের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জিত হয়। রমাদ্বানে কুরআন চর্চা এবং সিয়ামের মাধ্যমে এই তাকওয়াকে সবচেয়ে বেশী বাড়ানো যায়। এর জন্য কোনো অতিরিক্ত আর্থিক ব্যয়ের প্রয়োজন নেই, বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। দৈনন্দিন জীবনে ৫ ওয়াক্ত সলাহয় কুরআন বুঝে পড়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্-কে স্মরণের অভ্যাস গড়ে তোলা সম্ভব। যা আমাদের কাজগুলো সঠিক করবে। আমাদের কাজগুলো সঠিক হলেই আমাদের কল্যাণ আসবে। এবং সঠিক ভাবে আমাদের এই প্রচেষ্টার বিপরীতে কল্যাণ প্রদান করবেন আল্লাহ্। এই বিষয়টি রমাদ্বানে পূনর্জাগিত করতে হয় প্রতি বছর। অতএব বর্তমানে সম্ভাব্য স্বাস্থ্যের ক্ষতি, মৃত্যু এবং আর্থিক ক্ষতির ভয় আশা করা যায় আল্লাহ্ স্মরণকে আমাদের মধ্যে পূনর্জাগিত করবে। আল্লাহই আমাদের একমাত্র ভরসার স্থল।

## এই রমাদ্বানের কার্যক্রম:

১. আল্লাহ্'র কাছে বেশী বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তাওবা করুন, নিজের সব ধরণের কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন করুন।
২. নিকট পরিজনদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন এবং সবাইকে ক্ষমা করে দিন।
৩. কুরআন শেখার অগ্রগতি এবং চর্চার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের নিজস্ব প্রেক্ষিতে নতুন কার্যকর পদক্ষেপ নিন।
৪. ব্যক্তি পর্যায়ে এবং পারিবারিক পর্যায়ে সবধরণের খরচ কমিয়ে আনুন, অপব্যয় এবং অপচয় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করুন।
৫. ইফতার সাহেবীতে খাদ্যে বাহুল্যতা পরিহার করুন। রাসুল (সাঃ)-এর সুন্নাহ্ অনুসরণ করুন। পেটের এক তৃতীয়াংশ পূর্ণ করে খান, এক তৃতীয়াংশ পানি এবং বাকী এক তৃতীয়াংশ খালি। পরিমানে কম কিন্তু স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত হউন।
৬. বৈষয়িক খরচের ক্ষেত্রে নিচের আয়াতগুলো স্মরণ রাখুন:

﴿٢٧﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ২৫ ৬৭: এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না কৃপণতাও করে না এবং তাদের পস্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

১৭:২৬ আর নিকটাত্মীয়কে দাও তার প্রাপ্য, আর অভাবগ্রস্তকে ও পথচারীকেও, আর অপব্যয় করো না অপচয়ের সাথে। ১৭:২৭ নিঃসন্দেহ অপব্যয়ীরা হচ্ছে শয়তানগোষ্ঠীর ভাই-বিরাদরা আর শয়তান হচ্ছে তার প্রভুর প্রতি বড় অকৃতজ্ঞ। ১৭:২৮ আর তুমি যদি তাদের থেকে বিমুখ হও অথচ তোমার প্রভুর কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করতে চাও যা তুমি প্রত্যাশা কর, তাহলে তাদের সঙ্গে সদয় সুরে কথা বলো। ১৭:২৯ আর তোমার হাত তোমার গলার সঙ্গে আটকে রেখো না, আর তা প্রসারিত করো না পুরো সম্প্রসারণে, পাছে তুমি বসে থাক নিন্দিত সর্বস্বান্ত হয়ে। ১৭:৩০ নিঃসন্দেহ তোমার প্রভু রিয়েক বাড়িয়ে দেন যার জন্য তিনি ইচ্ছে করেন আর মেপেজোখে দেন। নিঃসন্দেহ তিনি তাঁর বান্দাদের চির ওয়াকিফহাল, সর্বদ্রষ্টা।

৬. সামর্থ্য অনুযায়ী বেশী পরিমাণ দানে উদ্যোগী হউন। এখন থেকে দানের পরিকল্পনা করুন। প্রকৃত দানে সম্পদে ঘাটতি হয় না। বর্ণিত হয়েছে সহীহ হাদীসে:

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

৬৩৫৬। ইয়াহইয়া ইবনু আইউব, কুতায়বা ও ইবনু হুজর (রহঃ) ... আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সাদাকা করলে সম্পদের ঘাটতি হয় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা উঁচুতে তুলে দেন। সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) / হাদিস নম্বর: 6356

আসন্ন অসচ্ছল অবস্থায়ও দান করতে হবে.....এতে আল্লাহ সন্তুষ্টি নিশ্চিত

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

৩:১৩৪ যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন।

৭. বাড়ীতে পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে জামাত সহকারে ৫ ওয়াক্ত সলাহ আদায় করুন।

৮. রাতের সলাহ এবং কুরআন পাঠের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নিন।

৯. রমাদ্বানের শেষ দশকের ইবাদতের পরিকল্পনা করুন।

১০. লাইলাতুল কদুরের তালাশে বিশেষ পরিকল্পনা করুন। ঈদের সলাত পর্যন্ত ইবাদতের ধারা এবং গভীরতা বজায় রাখুন।

১১. কুরআন এবং সহীহ সুন্নাহ'র আলোকে ইবাদতের পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনুন।

১২. পেশাগত ক্ষেত্রে নিজকে কীভাবে সংশোধন করবেন তার পরিকল্পনা করুন, বিশেষ দোয়া করুন এবং বিশেষ উদ্যোগ নিন।

১৩. উদ্ভত করোনা পরিস্থিতিতে ব্যক্তি এবং সামষ্টিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলো সচেতনার সাথে প্রতিপালন করুন।

**আসন্ন কঠিন পরিস্থিতিতে কুরআনের আয়াতগুলো স্মরণ করে ঈমানকে শক্তিশালী করুন:**

আল্লাহ'র অনুমতি ছাড়া কিছুই ঘটে না.....

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

৯:৫১ বলো -- "আল্লাহ আমাদের জন্য যা বিধান করেছেন তা ব্যতীত কিছুই আমাদের উপরে কখনো ঘটবে না। তিনিই আমাদের রক্ষক, আর আল্লাহর উপরেই তবে মুমিনরা নির্ভর করুক। Say, "Never will we be struck except by what Allah has decreed for us; He is our protector." And upon Allah let the believers rely.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

কোনো বিপদ আপতিত হয় না আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত। আর যে কেউ আল্লাহতে বিশ্বাস করে তিনি তার হৃদয়কে সুপথে চালিত করেন। আর আল্লাহ সব-কিছু সম্বন্ধে সর্বজ্ঞাত।

আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের সাথে বডি গার্ড দিয়েছেন। আল্লাহ'র সাথে সম্পর্ক শক্তিশালী করুন এবং নিজের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাটি দিন। এটিই কল্যাণের একমাত্র উপায়।

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

১৩:১১ তাঁর জন্য প্রহরী রয়েছে তাঁর সম্মুখভাগে ও তাঁর পশ্চাদভাগে, ওরা তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণ করে আল্লাহর আদেশক্রমে। আল্লাহ অবশ্যই কোনো জাতির অবস্থায় পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তা পরিবর্তন করে। আর যখন আল্লাহ কোনো জাতির জন্য অকল্যাণ চান তখন তা রদ করার উপায় নেই, আর তাদের জন্য তিনি ছাড়া কোনো অভিভাবক নেই।

**আল্লাহ'র সাহায্য অবশ্যই নিকটে:**

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۗ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصُرُ اللَّهُ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

২:২১৪. নাকি তোমরা ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তাদের মত কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে তাদেরকে স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথি মুমিনগণ বলছিল, 'কখন আল্লাহর সাহায্য (আসবে)?' জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।

জালিম এবং মাজলুম সবাই আযাবের সম্মুখীন হয়.....

﴿٢٥﴾ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾  
অবলম্বন করো সেই বিপদ সম্বন্ধে যা তোমাদের মধ্যের যারা অত্যাচারী শুধুমাত্র তাদের উপরেই পড়ে না। আর জেনে রেখো যে আল্লাহ্  
আলবৎ প্রতিফল দানে কঠোর।

এই আযাব যারা প্রত্যক্ষ করবে তাদের বিনয়ী হতে হবে....

﴿٤٣﴾ ٦:٨٠ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾  
তবে কেন, যখন আমাদের থেকে দুর্দশা তাদের উপরে এসেছিল, তারা বিনত করল না? পরন্তু, তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে উঠল, আর  
শয়তান তাদের কাছে চিত্তাকর্ষক করে তুললো যে-সব তারা করে যাচ্ছিল।

প্রতি সলাহ্-কে ঘিরে আমাদের ক্ষমা চাওয়া:

আমরা ক্ষমা চাই কিন্তু সেটা যান্ত্রিক উচ্চারণ মাত্র। প্রতিদিন সলাহ্-কে ঘিরে উচ্চারিত ক্ষমার দোয়াগুলোতে প্রাণ দিতে হবে।

(১) সলাহ্'র শেষ বৈঠকে দোয়া মাছুরাটি আদম (আঃ)-এর ক্ষমা প্রার্থনার একটি ভাষন:

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي ،  
إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

٩:٢٥ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(২) দুই সেজদার মাঝখানে ক্ষমা চাওয়া হয়ে থাকে:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَتُبْ عَلَيَّ وَعَافِنِي

(৩) রুকু সেজদায় ক্ষমা চাওয়া হয়ে থাকে:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

(৪) সলাহ্'য় সালাম ফেরানোর সাথে সাথেই ৩ বার আসতাগফিরুল্লাহ্ উচ্চারণ করা হয়।

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

(৫) ফজর এবং মাগরিবের সলাহ্'র পর “সাইয়িদুল ইস্তেগফার” দোয়াটি বুঝে পড়ে অনুসরণ করতে পারলে জান্নাত সুনিশ্চিত

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا  
صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

রমাদ্বান মাস মুসলিমদের জন্য একটি প্রশিক্ষণের মাস। আল্লাহ্'র কিতাবের সাথে সম্পর্কটি পুনর্জাগিত করার মাস। কিতাব অনুযায়ী  
জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ নেয়ার মাস। আল্লাহ্ সচেতনতা বাড়িয়ে জীবন পরিবর্তনের মাস। ফলে করোনা পরিস্থিতি  
থেকে উত্তোরণের কার্যকর পদক্ষেপ এই মাসেই নেয়া যেতে পারে। এবং এবার এই উদ্যোগ না নেয়ার অন্য কোন বিকল্প নেই। কারণ  
এখন পর্যন্ত পূর্বাভাস অনুযায়ী আসন্ন রমাদ্বান মাস থেকে বাংলাদেশে এই ভাইরাসের আক্রমণের ভয়াবহতাটি প্রকাশ পেতে যাচ্ছে।  
রমাদ্বান মাস আমাদের জন্য একটি বড় রক্ষাকবচ হতে পারে। যদি আমরা এই মাসের হক সঠিকভাবে আদায় করতে পারি। এতদিন  
প্রচলিত লোক দেখানো আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করে, কুরআন এবং রাসুল (সাঃ) এর সहीহ সুনাহ্ মোতাবেক আসন্ন রমাদ্বান মাসের  
কার্যক্রমগুলো সুসম্পন্ন করি। আল্লাহ্'র কাছে ব্যাকুলভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং নিজেকে সংশোধন করি।